রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ২৮, ১৯৯৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ /১২ই আশ্বিন১৪০৬

এস,আর, ও নং ২৮২-আইন/৯৯— Inland Shipping Ordinance, 1976 (LXXII of 1976) এর section 82 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত সকল বিদ্যমান বিধিমালা বাতিলক্রমে নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল এবং এই মর্মে ঘোষণা করিল যে, প্রস্তাবিত বিধিমালার ব্যাপারে কাহারো কোন আপত্তি বা মন্তব্য থাকিলে তিনি তাহা লিখিতভাবে অত্র প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ হইতে সাত দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে দাখিল করিলে বিবেচনা করা হইবে।

অধ্যায়-১
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা।**—এই বিধিমালা অভ্যন্তরীণ জাহাজ (বিপজ্জনক মালামাল) পরিবহন বিধিমালা, ১৯৯৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "অধ্যাদেশ" অর্থ the Inland Shipping Ordinance, 1976 (LXXII of 1976);

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

(খ) "অভ্যন্তরীণ জলপথ" অর্থ অধ্যাদেশের section 2(f) এ সংজ্ঞায়িত "inland water";

(গ) "জাহাজ" বা "অভ্যন্তরীণ জাহাজ" অর্থ অধ্যাদেশের section 2(e) তে সংজ্ঞায়িত "inland ship";

(ঘ) "পরিদর্শক" অর্থ বিপজ্জনক মালামাল ও বিস্ফোরকসমূহ পরিদর্শনের জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পরিদর্শক;

(ঙ) "বিপজ্জনক মালামাল" অর্থ অধ্যাদেশের section 2(d) তে সংজ্ঞায়িত "dangerous goods"।

অধ্যায়-২
বিপজ্জনক মালামালের শ্রেণীবিভাগ

৩। **বিপজ্জনক মালামালের শ্রেণী বিভাগ।**—বিপজ্জনক মালামালের শ্রেণী বিভাগ হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(১) বিস্ফোরক ;

(২) চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে সংনমিত, তরলীকৃত বা দ্রবীভূত এবং অদহনযোগ্য গ্যাস ;

(৩) চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে সংনমিত, তরলীকৃত বা দ্রবীভূত এবং বিষ ;

(৪) দাহ্য তরল পদার্থ ;

(৫) দাহ্য কঠিন পদার্থ ;

(৬) তাৎক্ষণিক দহনোপযোগী দাহ্য কঠিন পদার্থ বা দ্রব্য ;

(৭) দাহ্য কঠিন পদার্থ ও দ্রব্য যাহা পানির সংস্পর্শে সহজদাহ্য গ্যাস নিঃসরণ করে ;

(৮) অক্সিডাইজিং দ্রব্য ;

(৯) জৈব্য পারঅক্সাইড ;

(১০) বিষাক্ত দ্রব্য ;

(১১) সংক্রামক দ্রব্য ;

(১২) তেজস্ক্রিয় দ্রব্য ;

(১৩) ক্ষয়কারী দ্রব্য ;

(১৪) বিবিধ বিপজ্জনক বস্তু যথা অন্য যে কোন পদার্থ বা বস্তু যাহা অভিজ্ঞতা হইতে এমন বিপজ্জনক চরিত্রের বলিয়া দেখা যায় অথবা দেখা যাইতে পারে যে, উহার ক্ষেত্রে এই শ্রেণী প্রযোজ্য হইতে পারে।

অধ্যায়-৩
অভ্যন্তরীণ জাহাজে বিপজ্জনক মালামাল পরিবহন

৪। **শিপারের ঘোষণা**।—(১) মালামালের শিপার কর্তৃক অভ্যন্তরীণ জাহাজের মালিক বা মাষ্টারকে লিখিতভাবে পরিবহনের জন্য প্রস্তাবিত মালামাল যথাযথভাবে চিহ্নিতকরণ ও লেবেলকরণ এবং জাহাজে প্রেরণ করিবার সময় উঠানো, নামানো ও পরিবহনের সাধারণ ঝুকিসমূহ সহ্য করিবার উপযোগী করিয়া পেটিবদ্ধ করা হইয়াছে মর্মে ঘোষণা প্রদান না করা পর্যন্ত কোন অভ্যন্তরীণ জাহাজে কোন বিপজ্জনক মালামাল বোঝাই করা যাইবে না।

২। যে ক্ষেত্রে বিপজ্জনক মালামাল কনটেইনারে আবদ্ধ করা হয়, সেক্ষেত্রে মালামাল কনটেইনার বন্ধ করিবার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মাষ্টারের নিকট "মালামাল শক্তভাবে মোড়কবদ্ধ এবং যথাযথভাবে বাঁধিয়া কনটেইনারে সংরক্ষিত করা হইয়াছে" মর্মে ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে।

৫। **চিহ্নিতকরণ**।—মোড়কে বা সাধারন পাত্রে রক্ষিত বিপজ্জনক মালামাল অভ্যন্তরীণ জাহাজে তোলা যাইবে না যদি মালামালগুলির সঠিক কারিগরি নাম ও শ্রেণী উল্লেখক্রমে আলাদা লেবেল বা স্টেনশিল দ্বারা স্পষ্টভাবে উহাদিগকে চিহ্নিত করা না হইয়া থাকে।

৬। **পেটিবদ্ধকরণ**।—(১) উঠানো-নামানো ও পরিবহণের সাধারণ ঝুকিসমূহ সহ্য করিবার মত করিয়া পেটিবদ্ধ করা না হইলে এবং বিধি ৪ মোতাবেক জাহাজের মালিক কর্তৃক মাষ্টারকে ঘোষণা প্রদান করা না হইলে কোন বিপজ্জনক মালামাল অভ্যন্তরীণ জাহাজে তোলা যাইবে না।

(২) বিপজ্জনক মালামালের পরিমাণ প্রচুর না হইলে উহাদের পেটিবদ্ধকরণ—

(ক) ভালোভাবে ও ভালো অবস্থায় হইতে হইবে ;

(খ) এমন হইতে হইবে যাহাতে পেটির মালামাল অভ্যন্তর-পরিতলের সংস্পর্শে আসিলে উহা যেন বহনকৃত বস্তু দ্বারা বিপজ্জনকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।

(৩) বিপজ্জনক মালামাল যদি তেজস্ক্রিয় হয়, তাহা হইলে অভ্যন্তরীণ জাহাজের সকল ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার মত পর্যাপ্ত নিরাপত্তা সম্বলিত ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৪) যে ক্ষেত্রে তরল পদার্থ বহনকারী পাত্রের পেটিবদ্ধকরণে বিশোষক বা নরম কোন সামগ্রী ব্যবহৃত হয়, সেই সামগ্রী—

(ক) তরল পদার্থ যে বিপজ্জনক অবস্থা সৃষ্টি করিতে পারে সেই বিপদ ন্যূনতম পর্যায়ে রাখিতে সক্ষম হইতে হইবে ;

(খ) এমনভাবে রাখিতে হইবে যাহাতে পাত্রের নড়াচড়া প্রতিরোধ হইতে পারে ;

(গ) পাত্রটি যেন পরিবেষ্টিত থাকে তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে ;

(ঘ) যেইখানে যুক্তিযুক্ত সেইখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকিতে হইবে যাহাতে পাত্রটি ভাঙ্গিয়া গেলে তরল পদার্থ শুকিয়া লইতে সক্ষম হয়।

(৫) বিপজ্জনক তরল পদার্থ সম্বলিত পাত্রসমূহ পূরণকরণ তাপমাত্রা অনুসারে, পর্যাপ্ত আলো বা খালি থাকিতে হইবে যাহাতে স্বাভাবিক বহনকালে সম্ভাব্য সর্বাধিক তাপমাত্রার কারণে তরল পদার্থের প্রসারণের সুযোগ থাকে।

(৬) চাপযুক্ত গ্যাসের সিলিন্ডার বা পাত্র যথাযথভাবে নির্মিত, পরীক্ষিত, সংরক্ষিত ও সঠিকভাবে পূর্ণ হইতে হইবে।

(৭) **পৃথকীকরণ** ।—বিপজ্জনক মালামাল নীচের সূচীপত্র অনুযায়ী পৃথক করিতে হইবে। (শীর্ষ সারি ও বাম পাশের কলাম বিপজ্জনক মালামালের বিভিন্ন শ্রেণী)

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	ঘ	খ	ঘ	ঘ	ঘ	ঘ	ঘ	ঘ	ঘ	০	খ	খ
২		০	০	খ	ক	খ	ক	খ	ঘ	০	খ	ক
৩			০	০	০	ক	০	০	খ	০	ক	০
৪				খ	ক	খ	ক	গ	ঘ	০	খ	ক
৫					ক	খ	খ	ক	গ	০	খ	ক
৬						ক	ক	ক	খ	০	খ	ক
৭							ক	খ	খ	০	খ	ক
৮								খ	খ	০	খ	ক
৯									খ	০	ক	ক
১০										০	খ	খ
১১											০	০
১২												খ

পৃথকীকরণ সংক্রান্ত কোডসমূহের ব্যাখ্যা ঃ

০ ঃ এই ক্ষেত্রে কোন বিশেষ পৃথকীকরণ প্রবিধান নাই, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে ৬ শ্রেণীভুক্ত মালামাল বাসস্থান এবং খাদ্য হইতে পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে।

ক ঃ মালামাল কমপক্ষে ৩ মিটার দূরত্বে পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে।

খ ঃ পৃথক মাল রাখিবার স্থানসমূহে ঠাসাঠাসিভাবে এবং ডেকে কমপক্ষে ১২ মিটার দূরত্বে রাখিতে হইবে।

গ ঃ উল্লম্ব বা অনুভূমিকভাবে এক কার্গো স্পেস দ্বারা পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে এবং ডেকে কমপক্ষে ৩ মিটার দূরত্বে রাখিতে হইবে।

ঘ ঃ লম্বালম্বিভাবে এক কার্গো স্পেস দ্বারা পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে এবং ডেকে পৃথকীকরণ কমপক্ষে ৩ মিটার হইতে হইবে।

৮। **ষ্টোরেজ বা সংরক্ষণ**—(১) বিপজ্জনক মালামাল ঠাসাঠাসিভাবে এবং বিধি ৭ অনুযায়ী পৃথকভাবে রাখিতে হইবে।

(২) বিপজ্জনক মালামাল ঠাসাঠাসি অবস্থায় রাখিবার স্থানে পর্যাপ্ত বায়ুচলন ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৩) যেইখানে সহজদাহ্য মালামাল ঠাসাঠাসিভাবে রাখা হইবে সেইখানে সকল বৈদ্যুতিক স্থাপনা বিস্ফোরণ বিরোধী প্রকৃতির হইতে হইবে।

(৪) যেখানে কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও ক্যাবল থাকিবে সেখানে কোন বিস্ফোরক ঠাসাঠাসিভাবে রাখা যাইবে না।

(৫) ১ হইতে ৪ শ্রেণীর বিপজ্জনক মালামাল ইঞ্জিন কক্ষের খাড়া দেওয়াল হইতে কমপক্ষে ৩ মিটার দূরত্বে ঠাসাঠাসিভাবে রাখিতে হইবে। ইঞ্জিন কক্ষের খাড়া দেওয়াল সম্পূর্ণরূপে পানিরোধী হইতে হইবে।

৯। **অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজে বিপজ্জনক মালামাল বহন**।—নিরাপত্তা শ্রেণীর গোলাবারুদ ও পটকা বাজি ব্যতীত অন্য কোন ধরনের বিপজ্জনক মালামাল যাত্রীবাহী অভ্যন্তরীণ জাহাজে কোনক্রমেই বহন করা যাইবে না।

১০। **বিপজ্জনক মালামাল বোঝাই ও খালাস করিবার সময় গৃহীতব্য পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা**।— বিপজ্জনক মালামাল বোঝাই ও খালাস করিবার সময় নিম্নবর্ণিত পূর্ব-সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) সহজে দেখা যায় এমন স্থানসমূহে ও গ্যাংওয়েতে *"ধুমপান নিষেধ"* লিখিত বোর্ড প্রদর্শন করিতে হইবে এবং মালামাল উঠাইবার ও নামাইবার কার্যক্রম চলিবার সময় ডেক-এ কেহই ধুমপান করিতে পারিবে না ;

(খ) ডেক-এ কোন খোলা আলো থাকিতে পারিবে না ;

(গ) ডেক-এ উপস্থিত কোন ব্যক্তির নিকট দিয়াশলাই ও লাইটার থাকিতে পারিবে না ;

(ঘ) সকল অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রপাতি তাৎক্ষণিক ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখিতে হইবে ;

(ঙ) গ্যালি-ফায়ার বা জাহাজের রান্নাঘরের আগুন নিভাইয়া রাখিতে হইবে ;

(চ) মালামাল উঠাইবার ও নামাইবার কার্যক্রম চলিবার সময় মাষ্টারকে অবশ্যই ডেক-এ উপস্থিত থাকিতে হইবে ;

(ছ) আগুন লাগিলে পাম্প চালু করিবার জন্য অথবা অন্য যে কোন জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলা করিবার জন্য ড্রাইভারকে ইঞ্জিনকক্ষে উপস্থিত থাকিতে হইবে ;

(জ) অননুমোদিত কোন লোককে অভ্যন্তরীণ জাহাজে উঠিতে দেওয়া যাইবে না ;

(ঝ) দিনের বেলায় যেই জায়গা চারিদিক হইতে সবচাইতে ভালোভাবে দেখা যায় সেই জায়গায় ০.৫×০.৫ মিটার আকারের একটি বর্গাকৃতি লাল পতাকা প্রদর্শন করিতে হইবে, এবং রাত্রে দিগন্তব্যাপী কমপক্ষে ১.৫ কিলোমিটার দূর হইতে দর্শনযোগ্য লাল আলো দেখাইতে হইবে।

১১। বিশেষ ব্যবস্থা।—(১) ১ এবং ৭ শ্রেণীর সকল বিপজ্জনক মালামাল জাহাজে উঠাইবার আগে পরিদর্শক কর্তৃক প্রাক পরিদর্শন করাইয়া লইতে হইবে।

(২) ১, ২, ৪, ৬, ৭ শ্রেণীর সকল বিপজ্জনক মালামাল বোঝাই ও খালাস করিবার সময় পরিদর্শক কর্তৃক পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করাইতে হইবে।

(৩) প্রাক পরিদর্শন, পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের কাজ পরিদর্শক দ্বারা সম্পন্ন করাইতে হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মিয়া মুশতাক আহমদ
উপ-সচিব (জাহাজ)।

মোঃ আবদুল করিম সরকার (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।